নৃবিজ্ঞান

নৃবিজ্ঞানের সংজ্ঞা ও বিষয়বস্তু

❑ শ্রীমতী পাপিয়া বোস
প্রাক্তন ছাত্রী

বিজ্ঞানের যে শাখা মানব প্রজাতির অবির্ভাব, বিকাশ ও প্রকৃতির আলোচনা করে তাকে নৃবিজ্ঞান বলে। প্রাচীনতম মানব-সদৃশ প্রাণীর জীবাশ্ম, আমাদের প্রাচীনতম পূর্বপুরুষদের দ্বারা নির্মিত ও ব্যবহৃত সমস্ত সংস্কৃতি বস্তু, জীবিত ও ইতিহাসে বর্নিত সমস্ত মানুষ এবং তার সমাজ, নৃবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পণ্ডিত নৃবিজ্ঞানের সংজ্ঞা বিভিন্ন ভাবে তুলে ধরেছেন। হারস্কভিটস (Herskovits) এর মতে নৃবিজ্ঞান হল মানুষ এবং তাঁর কার্যাবলীর অধ্যয়ন (Anthropology is the study of man and his works) 'অ্যানথ্রোপস' (Anthropos) এবং 'লোগোস' (Logos) - গ্রীক ভাষার এই দুইটি শব্দ সহযোগে 'অ্যানথ্রোপলজি (Anthropology) কথাটি গঠিত । যার অর্থ, মানুষের আলোচনা - এক কথায় - নৃবিজ্ঞান।

নৃবিজ্ঞান ছাড়া আরও অনেক বিষয়ই মানুষকে নিয়ে আলোচনা ও গবেষণা করে, যেমন শরীরবিদ্যা, মনোবিদ্যা, সমাজতত্ত্ব, চিকিৎসাশাস্ত্র প্রভৃতি। কিন্তু নৃবিজ্ঞানে মানুষ সম্পর্কিত আলোচনার দৃষ্টিভঙ্গি সার্বিক। তাই নৃবিজ্ঞানের পরিধি অত্যন্ত বিস্তৃত - প্রকৃতপক্ষে তা অসীম। এই ব্যাপক বিষয়কে আলোচনার সুবিধার জন্য কয়েকটি শাখা বিষয়ে বিভক্ত করা হয়। সেগুলি হল ঃ

নৃবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা ঃ

জৈবিক নৃবিজ্ঞান (Biological Anthropology)

নৃবিজ্ঞানের যে শাখা মানুষের প্রানীসত্তা বা জৈবিক সত্তা নিয়ে আলোচনা ও গবেষনা করে সেই শাখাকে জৈবিক নৃবিজ্ঞান বলে। এই শাখার উদ্দেশ্য হল মানুষকে একটি জৈবিক সত্তারূপে বিবেচনা করা - প্রাণীজগতে তার অবস্থান, তার বৈজ্ঞানিক অভিধা, ক্রমবিকাশের ধারায় তার উদ্ভব. তার জিনীয় গঠন, তার গঠনগত জীববিদ্যা (Development Biology) এবং সর্বোপরি তার বাস্তুসংস্থানগত

বৈশিষ্ট্যাবলি।

সামাজিক - সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞান (Social - Cultural Anthropology)

নৃবিজ্ঞানের এই শাখার আলোচনার বিষয় মানুষের সমাজ ও সংস্কৃতি। সমাজবদ্ধতা মানুষের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। শুরু থেকেই মানুষ সমাজবদ্ধ প্রাণীরূপে জীবনযাপন করে চলেছে। সংস্কৃতি তথা সাংস্কৃতিক যোগ্যতা মানুষের অপর উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। শুধু তাই নয়, এই গুনটির জন্যই মানুষ অন্য সমস্ত প্রাণী থেকে পৃথক।

প্রত্নতাত্ত্বিক নৃবিজ্ঞান (Archaeological Anthropology)

নৃবিজ্ঞানের এই শাখা অতীতের মানুষ ও তার সমাজ সংস্কৃতি নিয়ে অনুসন্ধান ও গবেষনা করে। এই শাখার উপাদান সাধারণত দুই প্রকার - (ক) মানুষের পূর্বসূরী ও মানব - সদৃশ প্রাণীর জীবাশ্ম নিদর্শন এবং (খ) সেইসব প্রাচীন মানুষ ও প্রায় মানব গোষ্ঠীর জীবন যাপনে ব্যবহৃত সমস্ত প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক বস্তু সামগ্রী। প্রত্নতাত্ত্বিক নৃবিজ্ঞানের অপর উল্লেখযোগ্য দিক হল প্রাগৈতিহাসিক সংস্কৃতির সঙ্গে বর্তমান সেতুবন্ধন।

ভাষাতাত্ত্বিক নৃবিজ্ঞান (Linguistic Anthropology)

ভাষাতাত্ত্বিক নৃবিজ্ঞানের উদ্দেশ্য হল মানব সমাজ ও সংস্কৃতিতে ভাষার ভূমিকা আলোচনা করা। ভাষাতত্ত্ব একটি বিষয় হিসাবে ভাষার বিভিন্ন দিক নিয়ে চর্চা করে। আর, নৃবিজ্ঞানের লক্ষ্য মানুষ ও তার সামগ্রিক আচরণ সম্বন্ধে আলোচনা ও গবেষণা করা। ভাষা যেহেতু সমাজ নির্ধারিত আচরণ, তাই নির্দিষ্ট সমাজের যোগাযোগ ও ভাব বিনিময়ের গোটা পরিপ্রেক্ষিতে ভাষাকে অনুধাবন করা ভাষাতাত্ত্বিক নৃবিজ্ঞানের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য।

নৃবিজ্ঞানের বিশেষত্ব ঃ

নৃবিজ্ঞানের বিশেষত্ব ততটা বিষয়গত নয়, যতটা দৃষ্টিভঙ্গিগত, সমস্ত সামাজিক বিজ্ঞান এবং অনেক প্রাকৃতিকবিজ্ঞান মানুষ ও তার সমাজের এক - একটি বিশেষ দিক নিয়ে আলোচনা করে, নৃবিজ্ঞানের লক্ষ মানুষ ও তার সমাজ - সংস্কৃতিকে সার্বিক দৃষ্টিভঙ্গিকে বিচার করা। কোনো জীবদেহের প্রত্যেকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যেমন জীবের সমগ্র সত্তার অংশ, মানবদেহের বিভিন্ন অংশ যেমন বিশেষভবে সংগঠিত সম্পূর্ণ মানুষের অংশ, ব্যক্তিমানুষও তেমনি সমগ্র সমাজ-সংস্কৃতির অংশ - সমগ্রকে বোঝার জন্য অংশকে জানার যে প্রয়াস, সেটাই নৃবিজ্ঞানের বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি, অতীত ও বর্তমানকালের মানুষের সমস্ত বিষয়ের আলোচনাই নৃবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত। জৈবিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক, প্রত্নতাত্ত্বিক, ভাষাতাত্ত্বিক – এই সবদিকের আলোচনার মাধ্যমে পরিপূর্ণভাবে - মানুষ ও তার সমাজ সংস্কৃতিকে বুঝতে চাওয়াই নৃবিজ্ঞানের উদ্দেশ্য – আর সেটা সম্ভব নৃবিজ্ঞানের সার্বিক দৃষ্টিভঙ্গির সাহায্যে। এখানেই নৃবিজ্ঞানের বিশেষত্ব বা মৌলিকত্ব।